যুগান্তর

02 SEP 2007

৬০ কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষকদের এমপিও স্থগিত হচ্ছে

মুসতাক আহমদ

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ১ লাখ ৫৪ হাজার ৩১২ জনের ৯০ ভাগই গ্রামাঞ্চলের কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থী। এদের মধ্যে ২২ ভাগ ফেল করেছে ইংরেজিতে। ২৩টি মাদ্রাসাসহ মোট ৬০টি উচ্চ মাধ্যমিক প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এমপিও স্থগিত হচ্ছে এ মাসেই। সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে এ শাস্তি এক বছর ভোগ করতে হবে।

সরকারের এ পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। পাশাপাশি তারা এও বলেছেন, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইংরেজি ছাড়া অন্য বিষয়গুলোতে ফেল করা মেনে নেয়া যায় না। কেননা এই স্তরে সাধারণ গণিতের মতো বিষয় নেই যে গণহারে ফেল করবে। বিজ্ঞান যারা নেয় তারা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে আগায়। তাই এই দায়-দায়িত্ব অবশ্যই প্রতিষ্ঠানকে নিতে হবে।

রাজধানীর উত্তরা রাজউক মডেল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ কর্নেল রেজাউল করিম বলেন, ১০০ নম্বরের মধ্যে ৩৩ পাওয়া খুব কষ্টের কিছু না। এইচএসসি পরীক্ষায় নিজে নিজে পড়ে পাস করা সম্ভব নয়। সুতরাং কলেজের ভূমিকা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস অনুযায়ী পড়ালে, সে অনুযায়ী ক্লাস-পরীক্ষা নিলে সাফল্য ধরা দেবেই। তিনি বলেন, দেখা যাচ্ছে প্রত্যন্ত অঞ্চলের ছাত্রছাত্রীরা ইংরেজিতে বেশি খারাপ করেছে। এবারের এইচএসসির ফলাফলে দেখা যাচ্ছে, ঢাকা বোর্ডে ইংরেজিতে ৯০ ভাগেরও বেশি শিক্ষার্থী ভালো করেছে। অকৃতকার্য বাকি ১০ ভাগ শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই গ্রামাঞ্চলের কলেজের। হচ্ছে : পৃষ্ঠা ১০ : কলাম ২

হচ্ছে : স্থগিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় চারটি বোর্ডের ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্রের ফলাফলে দেখা গেছে, ইংরেজির দুটি পত্রে ফেল করা শিক্ষার্থীদের প্রায় ৯০ ভাগই গ্রামাঞ্চলের। বরিশাল বোর্ডে ২৬ ভাগ, যশোরে ২৩, রাজশাহী ২১ এবং ঢাকা বোর্ডে ১৯ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে ইংরেজিতে। বরিশাল বোর্ডে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগে ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে শতকরা ৩৫ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে। একই বোর্ডে মানবিকের ৫৫ ভাগ শিক্ষার্থী পাসের মুখ দেখেনি এই দ্বিতীয় পত্রে ফেলের কারণে। যশোর বোর্ডে মানবিক বিভাগের ৫০ ভাগ শিক্ষার্থী ফেল করেছে ইংরেজি প্রথম পত্রে। রাজশাহী বোর্ডে ৩৮ ভাগ শিক্ষার্থী ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রে ফেল করেছে।

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ শাহানআরা বেগম বলেন, গ্রামাঞ্চলের কলেজে শিক্ষক সংকট প্রকট। সরকারি কলেজ সরকারের কাছে এবং বেসরকারি কলেজ গভর্নিং বডির মাধ্যমে শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে সমস্যার সমাধান করা যায়। কেননা একজন করে শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার অনুমতি রয়েছে। তিনি বলেন, আমি পরিদর্শনে এমনও কলেজ পেয়েছি, যেখানে ছাত্র নেই। শিক্ষকরা সপ্তাহে একদিন এসে স্বাক্ষর করেন। বেতন নিয়ে যান। কলেজ কর্তৃপক্ষের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেন।

২৩টি মাদ্রাসা ও ৯টি কারিগরি কলেজসহ ৬০টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের এমপিও স্থগিত হচ্ছে। চলতি বছর এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাসের হার শূন্য।

এবার পাঁচটি সাধারণ বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডসহ ৭ বোর্ডে ৬০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন ছাত্রছাত্রীও পাস করেনি। এর মধ্যে ২৩টিই মাদ্রাসা। এছাড়া ৯টি রয়েছে কারিগরি কলেজ। বাকি ২৮টি কলেজ। সাত শিক্ষা বোর্ডের কেবল কুমিল্লা ও সিলেট বোর্ডের কোন কলেজে পাসের হার শূন্য নয়। ঢাকা বোর্ডের ৬টি, রাজশাহী বোর্ডের ৮টি, যশোর বোর্ডের ৫টি, চট্টগ্রাম বোর্ডের ৩টি ও বরিশাল শিক্ষা বোর্ডের ৬টি কলেজ থেকে এবার কেউই পাস করেনি। ঢাকা বোর্ডের কলেজগুলো হচ্ছে— নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ আবদুল আজিজ মিয়া আমেনা খাতুন কলেজ, টাঙ্গাইল জেলার মধুপুরের পানখাতা ইসলামিয়া হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল এন্ড কলেজ, ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা থানার মুক্তিযোদ্ধা প্রিন্সিপাল ড. আজিজুর রহমান কলেজ, শরীয়তপুরের নড়িয়ার সুরেশ্বরী হাইস্কুল এন্ড কলেজ, ময়মনসিংহের ফুলপুর বকশিমূল কলেজ এবং শেরপুরের কামারের চর কলেজ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, সরকার এবার পাসের হার বিবেচনায় রেখে তিরস্কারের পাশাপাশি পুরস্কারেরও ব্যবস্থা রেখেছে। পুরস্কারের অংশ হিসেবে কলেজগুলোকে অবকাঠামো এবং অভ্যন্তরীণ শিক্ষা সহায়ক উন্নয়নের সুযোগ দেবে। তারই অংশ হিসেবে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করে ভালো কলেজগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরি ও সেমিনার উন্নয়নে অর্থ দেয়া হবে। এছাড়া উপবৃত্তির সংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও থাকছে এ